খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 35 ❑ 14 Nov., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

১০ কোটি টাকা প্রতারণায় সহযোগিতা

ধৃত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার

এম এ হাকিম : সাইবার জালিয়াতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা প্রতারণায় সহযোগিতার অভিযোগে এবার এক বেসরকারি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে বনগাঁ আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে ওই ঘটনার তদন্তে নেমে গত ৮ নভেম্বর ৬ জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে ৮ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।

পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, বাগদার সিন্দ্রানীতে ২৩ টা ভুয়ো কোম্পানি খুলে সাইবার প্রতারণা চালাচ্ছিল প্রতারকরা। এক ব্যাংক কর্মকর্তার মাধ্যমে ওই সব ভুয়ো কোম্পানির একাউন্ট খোলা হলে প্রতারকদের জালিয়াতির পথ সুগম হয়। বৃহস্পতিবার বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার এক সংবাদ সম্মেলন বলেন, বাগদায় অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের কমার্শিয়াল ম্যানেজার পরিচয় দেওয়া অরিন্দম বিশ্বাস নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঐ ব্যক্তি বিভিন্ন ভুয়ো একাউন্ট খুলতে সাহায্য করেছেন। কোনো কোম্পানি নেই জানা সত্ত্বেও উনি প্রতারকদের ভুয়ো একাউন্ট খোলা এবং তাদের সবসময়ে সহযোগিতা করেছেন। মোট ২৩ টা ভুয়ো কোম্পানি খুলে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করেছে অভিযুক্তরা। ভুয়ো কোম্পানির সঙ্গে ১২ টা একাউন্টের লিঙ্ক রয়েছে, এসব একাউন্টের মাধ্যমে কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে।

তৃতীয় পাতায়...

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে চাঁদপাড়ায় কংগ্রেসের পথসভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীগণ। দলের বনগাঁ দক্ষিণ ব্লক-১ কংগ্রেসের সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় এর উদ্যোগে গত ৯ অক্টোবর চাঁদপাড়ায় মিছিল ও পথসভা করা হয়। এদিন সকালে দলীয় নেতা কর্মীগণ চাঁদপাড়া বাজারের দলীয় কার্যালয়ে সমবেত হয়ে দলীয় পতাকা, পোষ্টার নিয়ে চাঁদপাড়া বাজারে মিছিল করেন এবং অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে স্লোগান দেয়।

পথ পরিক্রমা শেষে চাঁদপাড়া বাজারের প্রানকেন্দ্র চৌরঙ্গীতে জাতীয় সড়ক যশোর রোডের ধারে বাসস্ট্যান্ডে পথসভা করেন নেতৃবৃন্দ। এদিনের আন্দোলন কর্মসূচীতে দলের বিশিষ্ট নেতা ও বক্তাদের মধ্যে ব্লক সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় ছাড়াও ছিলেন বর্ষিয়ান দলনেতা ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য শান্তিময় চক্রবর্তী, মনতোষ সাহা, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্য মণ্ডল, বীরেশ ভৌমিক, লাল্টু দে, মহঃ হামিদ প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে খাদ্য সামগ্রী সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারনে দিন আনা দিন খাওয়া এবং নিম্ন মানুষজনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন পদক্ষেপ না থাকায় উভয় সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধের আন্দোলনে সাধারন মানুষকে শামিল হবার আহ্বান জানান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

দালাল রাজ বন্ধের দাবি আইনজীবীদের

প্রতিনিধি : বাগদা বনগাঁ থানা সহ বনগাঁ পুলিশ জেলার সবকটি থানায় দালালদের দৌরাত্ম শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। বনগাঁ মহকুমা আদালতের আইনজীবী এবং ল -ক্লার্করা ওই দাবি তুলে মঙ্গলবার বনগাঁ জেলা পুলিশ সুপার দীনেশ কুমারের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন। দপ্তরের বাইরে প্রতিবাদ সভাও করেন তারা। আইনজীবীদের অভিযোগ, বনগাঁ পুলিশ জেলার থানা গুলিতে দালালদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বাগদা থানায় এই দালালচক্র সব থেকে বেশি সক্রিয়। আইনজীবীদের বক্তব্য, কিছু পুলিশ অফিসার কিছু তদন্তকারী অফিসার প্যাকেজ সিস্টেম চালু করেছে। এর

তৃতীয় পাতায়...

মুদি দোকানের আড়ালে বেআইনি মদের রমরমা কারবার, বিক্ষোভ

প্রতিনিধি : মুদি দোকানের আড়ালে মদের কারবার। এ যেন আস্ত একটা বার। রয়েছে বসার ব্যবস্থা। বোতল ভেঙে বিভিন্ন কোম্পানির মদ কেনার ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে। প্রায় বছর খানেক ধরে এভাবে রমরমিয়ে গ্রামের মধ্যে বেআইনি মদের কারবারে অতিষ্ঠ গ্রামের মানুষ। সোমবার বিকালে কয়েকশো মহিলা ঝাঁটা লাঠি হাতে নিয়ে দোকানের উপর চড়াও হয়। বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরকোনা গ্রামে। অভিযোগ,

তৃতীয় পাতায়...

বনগাঁয় ইডি হানা

প্রতিনিধি : হাওলার মাধ্যমে টাকা পয়সা লেনদেন এবং বাংলাদেশ থেকে কাজের প্রলোভন দিয়ে মেয়েদের নিয়ে এসে বেআইনি কাজে যুক্ত করার অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে বনগাঁর দুটি জায়গায় হানা দিল ইডি অফিসারেরা। এদিন সকালে তারা যায় বনগাঁর নেহেরু নগরে। সেখানে পিন্টু বিশ্বাসের বাড়িতে তারা অভিযান চালায়। ১১ ঘণ্টা অভিযান শেষে সন্ধ্যায় তাকে ইডি অফিসারেরা সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে গিয়েছেন।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কিছু আধার কার্ড, ব্যাংক একাউন্ট এবং কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করেছেন। পিন্টু আগে রাজমিস্ত্রির কাজ করতো, ভ্যান চালাত। সম্প্রতি সে দুটি

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

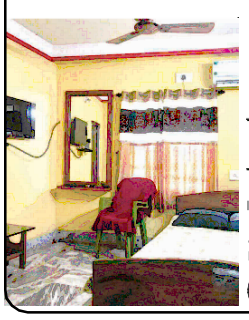

IIAT
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation
INDIAN INSTITUTE OF ACCOUNTS AND TAXATION
EXPERIENCED FACULTY INCLUDING CA, CMA & ADVOCATE
Tally Prime
MS-Excel
E-filing of Income Tax Return
GST(Goods and Service Tax)
TDS / TCS
ESI / PF
ROC E-Filing
Trademark Filing
Basic Computer
Bongaon, North 24 Parganas
Phone : 980452-2070 707489-8575
Website : www.iiat.in

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৩৫ ❐ ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

গাছই যখন প্রাণহানীর কারণ

‘গাঁছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও; আবার ‘একটি গাছ অনেক প্রাণ’— একথা সবৈব সত্য। কিন্তু সেই গাছ যদি মনুষ্য জাতির প্রাণহানীর কারণ হয়! সেই গাছের জন্যই যদি একের পর এক প্রাণ হারাতে থাকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা! তাহলে কী করণীয়! কথা হচ্ছে যশোহর রোড এবং তার পার্শ্বস্থ বহু প্রাচীন শিশুগাছ নিয়ে। যে গাছগুলি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ। মানুষের প্রাণদায়ী অম্লজান সরবরাহের ভাণ্ডার। সংকুচিত রাস্তার কারণে প্রতিনিয়ত যশোহর রোডে ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা। প্রাণহানী হচ্ছে অগণিত মানুষের। কখনও বা মা হারা হচ্ছে কোন শিশু, যে হয়ত পৃথিবীতে তার মায়ের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই চেনে না। আবার কখনও বা পিতা-মাতা উভয় কেই হারিয়ে যন্ত্র নির্ভর কঠিন কঠোর পৃথিবীতে ছোট কিশোর দিশেহারা হয়ে হাতড়ে ফিরছে একটু সহৃদয়তার জন্য। কে তাকে পথ দেখাবে! বর্তমান পৃথিবীকে উষ্ণায়ণের হাত থেকে বাঁচাতে গাছের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একথা অনস্বীকার্য। তার জন্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সংগঠন। তারা প্রতিনিয়ত ব্যানার হোর্ডিং নিয়ে পথে প্রান্তে নিরন্তর গাছ লাগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে আবাসযোগ্য করার জন্য। বর্তমান সময়ে যশোহর রোডের দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে রাস্তা সম্প্রসারণ নিতান্তই জরুরী। তার জন্য বহু প্রাচীন কিছু গাছ নিধন অপরিহার্য। তাতে হয়ত বাঁচবে অনেক প্রাণ। বিকল্প হিসাবে কয়েকগুণ গাছ লাগিয়ে পরিবেশের সাম্যতা রক্ষা হয়ত সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন প্রশাসন এবং সমাজের বুদ্ধিজীবিদের সদর্থক ভাবনা।

ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো প্রতিরোধ দিবসকে কেন্দ্র করে সচেতনতা শিবির

এম এ হাকিম : বনগাঁয় পালিত হল ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো প্রতিরোধ দিবস। বুধবার এই উপলক্ষে বনগাঁ ব্লকের সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে চাষিদের নিয়ে সচেতনতা শিবির ও পরে বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করা হয়। সহ-কৃষি অধিকর্তা কনক দাস বলেন, ‘ফসলের অবশিষ্টাংশ বা নাড়া পোড়ালে সেখানকার জমির মাটি অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে, এছাড়া বাতাসে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় প্রচুর পরিমাণে কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গত হচ্ছে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়া উষ্ণায়ন বৃদ্ধি হওয়ায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ফসলের জমিতে নাড়া পোড়ানোর ফলে তাতে সার বা জৈব সার যেগুলো জমিতে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো ভেঙে গাছের গ্রহণযোগ্য উপাদান তৈরি করে এমন উপকারী জীবাণু মারা যাচ্ছে, কেঁচো মারা যাচ্ছে। মাটি শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে, প্রচুর সার দিয়েও সেই জমিতে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন করা যাচ্ছে না। এজন্য ফসলের অবশিষ্টাংশ জমিতে না পোড়ানোর জন্য কৃষকদের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে।’ এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ ব্লকের সহ-কৃষি অধিকর্তা কনক দাস, বনগাঁ মহাকুমা কৃষি দফতরের আধিকারিকবৃন্দ, বনগাঁর বিডিও কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুম্পা দাস কর, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সীমা বিশ্বাস এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েতের কৃষি সঞ্চালকরা।

শিশুদের জন্য আকাঙ্খার সার্থক প্রযোজনা

সঞ্জিত সাহা ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাটদল আকাঙ্খার আয়োজনে সম্প্রতি বিজয়া উপলক্ষে পরিবেশিত হয় সংস্থার নবতম প্রযোজনা মানব পুতুল। দলের নিজস্ব মহিলাকক্ষ উপাসনা নাট্যগ্রহে অনুষ্ঠিত নাট্যনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি সহ বহু সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজন। সম্পাদিকা তনুশ্রী দেবনাথ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিন্দন জ্ঞাপন করেন।

শুরুতেই সংস্থার সদস্যগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। আখাঙ্খার ক্ষুদে শিল্পী অরণ্য সরকারের মনোজ্ঞনৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। এরপর সংস্থার সদস্য সুজয় পাল ও সম্প্রীত দাসের সামগ্রিক ভাবনায় পরিবেশিত হয় নতুন প্রযোজনা মানব পুতুল মহিষাসুর পালা। সংস্থার কর্ণধার দীপাঙ্ক দেবনাথের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ নাটকটি উপস্থিত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

তিন সংগঠনের যৌথ বিজয়া সম্মেলন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১০ নভেম্বর অপরাহ্নে গোবরডাঙা ষ্টেশন পার্শ্বস্থ পৌর উন্নয়ন পরিষদের কক্ষে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মেলন। এদিনের অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মিলনীতে ৩ টি সংগঠনের সদস্যগণ উপস্থিত হন। গোবরডাঙ্গা পৌর উন্নয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জয়দেব মুখোপাধ্যয়, গোবরডাঙা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক বিজন নন্দী এবং গোবরডাঙা কনজুমার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকারের আহ্বানে বিভিন্ন সংস্থার সদস্যগণ সম্মেলনে অংশ গহন করেন। কনজুমার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রণব রায় জানান, সম্মেলনে বিভিন্ন সংগঠনের জনা ৫০ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সংস্থার কর্ণধারগন সমবেত সদস্য সদস্যাগণকে শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্ট বক্তাগণ দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি মুখে আপ্যায়িত করা হয়।

প্রাণীজগতে বহুরূপী

অজয় মজুমদার

প্রজনন : প্রজনন মূলক অনুকরণ ঘটে যখন প্রতারকের ক্রিয়া সরাসরি অনুকরণের প্রজননে সহায়তা করে। যেমন ভ্যাভিলোভিয়ান অনুকরণ বীজ জড়িত। পাখিদের মধ্যে কণ্ঠের নকল এবং ব্রুড প্যারাসাইট হোস্ট সিস্টেমে আক্রমণাত্মক এবং বেটিসিয়ান অনুকরণ।

বহুরূপী গিরগিটি হলো পুরনো বিশ্বের টিকটিকি গুলির মধ্যে একটি অন্যতম এবং অত্যন্ত বিশেষায়িত ক্লেড। এই পরিবারের সদস্যরা তাদের রং পরিবর্তনের ক্ষমতার জন্য তারা বিখ্যাত। সে জন্যই তাদের পক্ষে ছদ্মবেশ সম্ভব।

তবে বহুরূপী গিরগিটি বা chamaeleonidae পরিবারের কোন কোন প্রজাতিতে এই ক্ষমতাটি মাত্র উজ্জ্বলতার পরিবর্তন করে, যেমন- (কালো থেকে ছাই), আবার অন্য প্রজাতিতে বিভিন্ন বর্ণে; যেমন-- লাল, হলুদ, সবুজ, নীল ইত্যাদি বদল হতে দেখা যায়।

খাদ্য ঃ বহুরূপী গিরগিটিরা দিনের বেলায় বিচরণ করে। খাদ্য হিসাবে অমেরুদন্ডী প্রাণীদের ব্যবহার করে। বেশিরভাগের যারা পোকা-মাকড়, তবে বড় প্রজাতিগুলি ছোট মেরুদন্ডী প্রাণীকেও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

বিস্তার ও বসবাস : বহুরূপী গিরগিটি সাধারণত গাছে বসবাস করে। তবে মাটিতে বসবাস করে এমন প্রজাতীও রয়েছে। বর্ষবন থেকে মরুভূমি পর্যন্ত বিভিন্ন জাতের গিরগিটি পাওয়া যায়। গিরগিটির বেশিরভাগ প্রজাতি আফ্রিকায় পাওয়া যায়। অবশ্য অর্ধেক প্রজাতি মাদাগাস্কারে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ইউরোপের মাত্র একটি প্রজাতি রয়েছে। এছাড়াও এশিয়ার বিশেষ করে উপমহাদেশে কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া যায়।

ব্রাউন ইউনিভার্সিটি দ্বারা প্রকাশিত :

দ্য ভেইল্ড গিরগিটি (chamaeleleo, calyptratus Dumeril) এবং ডুমেরিল- সরীসৃপ দেহ স্টাডি করবার জন্য একটি মডেল পরিকল্পনা উন্নয়ন এবং বিবর্তন। মেরুদন্ডী মডেলের জীবগুলি মরফোজেনেটিক ইভেন্টগুলির আবিষ্কার এবং অনুসন্ধানকে সহজতর করেছে। এবং উন্নয়নমূলক পথ যা স্বাভাবিক এবং প্যাথলজিক্যাল ভ্রূণ সংক্রান্ত ঘটনাকে আন্ডার পিন করে। বিপরীতে Mus musculus (Mammalia) এবং Gallus(Aves) এর মতো অ্যামনিওটিকদের কাছে, আমাদের প্রাথমিক ধারণা সরীসৃপদের (বিশেষ করে ননভিয়ান) প্যাটানিং এবং উন্নয়নমূলক ঘটনা দুর্বল থেকে যায়।

ঘোমটা যুক্ত গিরগিটির (chamaeleo calypteratus) শরীরের পরিকল্পনাটি একটি আর্বোরিয়ালে আরোহণের জন্য অত্যন্ত বিশেষ পরিবেশে একটি কঙ্কাল এবং নরম শরীরবৃত্তীয় এবং প্রজননের জন্য বায়োমেকানিক্স অটোপোডিয়াল ক্লেফটিং আঁকড়ে ধরা, আভিযোজন , পুচ্ছের অভাব সহ একটি প্রিহেনসিল লেজ অটোটমি, মধ্য টাইম্পা নামের ক্ষতি, এবং turreted চোখ অধিগ্রহন । এই ভবে c.calptraytus হল পরিবেশগত কুলুঙ্গি বিশেষীকরণের ভূমিকা অধ্যায়নের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল। জীব পাশাপাশি একটি অভিযোজিত কাঠামোর মধ্যে জেনেটিক এবং রূপগত বিবর্তন। আরো গুরুত্বপূর্ণ এই প্রজাতি গুলি সহজেই বন্দি অবস্থায় প্রজনন করা হয়, শত শত প্রাপ্তির ওজন্য শুধুমাত্র ছোট উপনিবেশ প্রয়োজন।

গিরগিটি এবং টিকটিকির একটি দল যারা আরোহনের জীবনের জন্য অত্যন্ত বিশেষায়িত, তারা দেখায় দ্রুত এবং জটিল রং পরিবর্তনের stereo-typical বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনভাবে চলমান turreted চোখ, বিভক্ত হাত ও পা এই ক্রমিক সমজাতীয় উপাদান গুলির মধ্যে পার্থক্যের সাথে সিন্ডাষ্টিলি।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

হে আমার জীবনী শক্তি, তুমি নব নব চেতনার রসে জারিত হও। আমার সমস্ত চেতনা তোমাকে স্মরণ করে যাবে! যা কিছু শুভ, তার কৃপামাত্রই যদি আমি আহরণ করতে পারি, তুমি তা নিশ্চিত কর আমার নতুন জীবনের পুনঃপাঠে।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে একদিন হাটে মেজদা বড় জামাইবাবুকে খবর দিয়েছিল," বাড়িতে দেখা করতে বলেছে। বাবার কি কথা বলার আছে। সামনের রবিবারের দিন বড়দিকে নিয়ে আপনি চলে আসবেন সকালে।"

রবিবার দিন সকালেই জামাইবাবু এসেছিল। বড়দি আসেনি। জামাইবাবু এসে জানাল, "অনিমার শরীরটা একটু খারাপ। এই ঠান্ডার মধ্যে রিনিকে নিয়ে আর আসতে চাইল না।"

বাবা বড় জামাইবাবুকে সমস্ত কথা বললেন। উনি শুনে বললন ,"সেতো ভালো কথা। ক্লাস সেভেনে ভর্তি হবে যখন; দুই-একদিনের মধ্যে ভর্তি হওয়া দরকার। কারণ আমাদেরই স্কুলের সিক্স থেকে সেভেনে ওঠা ছাত্র-ছাত্রীরা তো আছেই। আমাদের ক্লাসরুমে ৩০-৩২ জনের বেশি বসান যায় না। রোল স্ট্রেংথ কত হয়েছে, আমার এখনও জানা হয়নি। তাই বলি কি ওকে আমি আজকেই নিয়ে যাই। কালকে সোমবার ভর্তি করে দিয়ে বইপত্র পরে এসে আমি কিনে নিয়ে যাব।"

জামাইবাবুর এই কথা শোনার পর জায়গাটা সকলে নিঃশ্চুপ হয়ে গেল। কেউ কিছু স্থির করতে পারছেনা কি বলবে। মা, বাবা, মেজদা মুখ চওয়া-চাওয়ি করছে। আমি বললাম, " যেতে যখন হবেই, তবে জামাইবাবু যেরকম বলছে ঠিক সেই রকমই হোক। আমি আজকেই চলে যাই।"

এবার সবাই একটু নড়ে চড়ে বসল। সকলে আমার মুখের দিকে তাকাল। কেউ কিছু না বললেও মা বলল, "তোর কী খুব কষ্ট হচ্ছে! "

এর উত্তর কি হবে আমি জানিনা। অন্তরের এক নিঃসীম মনখারাপি স্তব্ধতায় ডুবে গেলাম। প্রকাশ করতে পারছি না। অবশ্য এই বিষয়টা মোটেও খারাপ নয়। বেশ আনন্দদায়কও বটে। রাজধানী শহরে থেকে দু'বছরের বসবাস কালে যা যা আয়ত্ব করেছিলাম। সেটা ভুলে যাব কিনা সেটাও আবার চিন্তা হচ্ছে। বাড়িতে যা না পাই, হয়তো তার অতিরিক্ত আমি দিদি জামাইবাবুর কাছ থেকেই পাবো। হয়তো ছোটবেলা থেকে যেটা আমি চেয়ে এসেছিলাম, সেটা আমাদের বাড়ির পরিসরে থেকে, মাধবপুরের মতো গ্রাম্য পরিবেশে আরও অনেক বেশি পাব। তাই মায়ের মনে আস্থা জাগাবার জন্য বললাম, " তুমি চিন্তা করছ কেন! দু'বছর তো আমি কাটিয়ে আসলাম, আমার তো কোনও কষ্ট হয়নি। জানি তোমার একটু কষ্ট হয়েছিল। বড়দির বাড়ি গেলে সে কষ্ট তোমার হওয়ার কথা নয়। বড়দি আমাকে খুব ভালবাসে। বড় জামাইবাবুর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব। তাতে আমার ভালোই হবে। "

আমার কথা বলার পর সেদিন আর কারোর কোনও চিন্তা করতে হয়নি। রবিবারের দিনের বাজার আমাদের বাড়িতে ভালই হয়। বাবা ওই দিনটাই কেবল ভালোভাবে বাড়ির ভাত খেতে পারেন। সর্বোপরি জামাইবাবু আসার কথা। মা সেই মতো অনেক কিছুই রান্না করে রেখেছিলেন। দুপুরবেলা এক সারিতে সবাই রান্না ঘরের বারান্দায় খেতে বসেছি। মা আর কাকিমা পরিবেশন করছে। সোনা মুগ ডাল রান্না হয়েছে। তার সাথে চাকা চাকা করে কাটা নরম তুলতুলে বেগুন ভাজা। সে সময় ভাদ্র আশ্বিন মাসের শেষের থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত ভাঙ্গর বেগুন পাওয়া যেতো। বাড়ির সকলেরই প্রিয়। তারপরে পাকা রুই মাছের কালিয়া। প্রায় আড়াই কিলো ওজনের মাছের মুড়োটা জামাইবাবুর থালার পাশের বাটিতে শোভা পাচ্ছিল। আজকে আর দুধ, গুড় খাওয়া নয়। কার্তিকের দোকানের মিষ্টি দই, আর ভরত ময়রার দোকানের কাঁচাগোল্লা।

এসব বাবা আর জামাইবাবু থালার

চলবে...

কীর্তন শুনে বাড়ি ফেরার পথে বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধার

সার্বভৌম সমাচার : কীর্তন শুনে রাতে বাড়ি ফেরার পথে বেপরোয়া মোটর বাইকের ধাক্কায় বেঘোরে প্রাণ গেল এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁর বনবিহারী কলোনি এলাকায়। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে প্রতিবেশি মহিলাদের সঙ্গে ঊমারাণী পাল (৫৭) নামে ওই বৃদ্ধা কীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে রাস্তা পেরোতে গিয়ে দ্রুতগামী মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে বনগাঁ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান এলাকার বাসিন্দারা। পরবর্তীতে তিনি মারা যান।

স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, বেপরোয়া মোটর বাইকের দাপটে রাস্তায় চলাচল করা দায় হয়ে উঠেছে। প্রায়ই বনগাঁর যশোর রোড এবং বনগাঁ-চাকদা সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন পথচারী মানুষজন। রাস্তায় সিসি টিভি ক্যামেরা এবং পুলিশের উপযুক্ত নজরদারি থাকলে এধরণের দুর্ঘটনা এড়ানো যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা মনে করছেন। প্রসঙ্গত, ৫ নভেম্বর মেয়েকে স্কুলে দিয়ে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার পথে বনগাঁর যশোর রোডে ১ নম্বর রেল গেটের কাছে লরির ধাক্কায় প্রাণ হারান লক্ষ্মী বিশ্বাস (৩১) নামে এক গৃহবধূ। একইভাবে গত ৮ নভেম্বর যশোর রোডে জয়পুর কালিবাড়ি এলাকায় লরির ধাক্কায় প্রাণ হারান শুভজিৎ সরকার (২৫) এবং সন্দীপ ঘোষ (৩০) নামে দুজন মোটোরবাইক আরোহী। এসব ঘটনার রেশ না কাটতেই ফের পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধা।

মধুসূদনকাটিতে শিক্ষিকার শিশুদিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৪ নভেম্বর স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্মদিন (জাতীয় শিশু দিবস) যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয় গাইঘাটার মধুসূদনকাটিতে। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা রেবারানী সরকারের উদ্যোগে এবং জেলা তথা রাজ্যের সেরা মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির সহযোগিতায় আয়োজিত শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকার, সমিতির সম্পাদক দেবাশিষ বিশ্বাস, সাহিত্য সংস্কৃতি প্রেমী দীপক দাঁ, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, শিক্ষিকা কল্পনা সহ সমবায় সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ।

ভাষন দেন সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস ও শিক্ষিকা রেবা দেবী। শিশুগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। শতাধিক শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহন ও কলকাকলিতে এদিনের আয়োজিত শিশু দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখে আপ্যয়িত করা হয়।

সমবেত শিশুদের অভিভাবকগণ সহ উপস্থিত সকলে শিক্ষিকা রেবাদেবীর এই মহতী উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

মরণোত্তর চক্ষুদাতা দুর্গা দেবীর স্মরণসভা

নীরেশ ভৌমিকঃ মরণের পরে অন্ধজনের চোখে আলো ফোটাতে নিজের চোখ দুটি দান করেন মছলন্দপুরের বাসিন্দা বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালের সদ্য অবসর প্রাপ্ত সেবিকা (সিনিয়র নার্স) দুর্গা

বিশ্বাস। দুর্গা দেবীর স্বামী অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও মছলন্দপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের সম্পাদক দীর্ঘ দিন যাবৎ বিজ্ঞানের চর্চা প্রসারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলা এবং সেই সঙ্গে মরণোত্তর দেহ ও চক্ষুদান আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে কাজ করে চলেছেন। দুর্গ দেবী বিজ্ঞান আন্দোলনের একজন অন্যতম সহযোগী ছিলেন। গত ২৮ অক্টোবর হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্গা দেবী (৬৩ বৎসর) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ৯ নভেম্বর সকালে প্রয়াত দুর্গা বিশ্বাসের বাস ভাবনে তাঁর স্মরণ সভার আয়োজন করেন মছলন্দপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের সদস্যরা, বর্ষিয়ান বিজ্ঞান সেবক বিমল সিংহ এর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান সমাজকর্মী ও বিজ্ঞান সেবক কালিপদ সরকার, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ এর সম্পাদকও বিশিষ্ট বিজ্ঞান কর্মী দীপক কুমার দাঁ, ডাঃ তাপস সরকার ডাঃ রথীন্দ্র নাথ ভঞ্জ, শিক্ষক পান্নালাল রায় চৌধুরী , শচীদুলাল সরকার, অরুন কুমার সিন্‌হা, গোবিন্দ লাল হাজরা, মনোজ্ঞ পোদ্দার, অনুপ ঘোষ, ছিলেন প্রয়াতা দুর্গী দেবীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও দিদি সহ আরোও অনেকে। এদিন মছলন্দপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চ ছাড়া ও মছলন্দপুর পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এবং আম্বেদকর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি পত্র ও দিশার প্রভা আই ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকেও চক্ষুদানের জন্য মরণোত্তর শংসাপত্র প্রদান করা হয়। পেনশনার্স ওসেলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদ্যুত কুমার বসু বলেন, আমরা আমাদের একজন নবীন সদস্যাকে অকাণে হারালাম। মৃতার দুই পুত্র তন্ময় ও তুহীন মায়ের স্মৃতিচারনা করেন। তপন বাবু বলেন, আমি একা হয়ে গেলাম। বিজ্ঞান কর্মী আংশুমান বিশ্বাসের পরিচালনায় এদিনের স্মরণ সভা বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদ্যুত কুমার বসু বলেন, আমাদের কণিষ্ঠ সদস্য দুর্গা চক্ষু দান করায় দুজন অন্ধব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পাবেন। তাঁদের মাধ্যমেই দুর্গা অমর হয়ে থাকবে।

ধর্ষণের ঘটনার তদন্তে ফরেনসিক সাইন্স ল্যাবরেটরি

প্রতিনিধি : ৯ দিন আগে ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার শিমুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই ঘটনায় শনিবার ঘটনার তদন্তে এলেন ফরেনসিক সাইন্স ল্যাবরেটরির প্রতিনিধিরা। দুই প্রতিনিধি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। প্রায় ৩০ মিনিট ঘটনাস্থলের বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখেন। মহকুমার শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীরা এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। সেখানে একটি ছোট্ট প্রতিবাদ সভাও করেন তারা। শিক্ষক পীযূষ কান্তি সাহা বলেন, ঠাকুরনগরের স্কুলেরই দশম শ্রেণীর ছাত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছিল। আমরা চাই, প্রকৃত দোষির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

বনগাঁয় ইডি হানা

প্রথম পাতার পর

গাড়ি কিনেছিল। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে পুরুষ মহিলাদের এনে সে বাড়িতে রাখত। ভোরবেলা আবার গাড়ি করে নিয়ে যেত। এদিন সকালে ইয়াকুব মন্ডল নামে এক মুদ্রা বিনিময়কারী ব্যবসায়ির কাউন্টারে হানা দেয় ইডির আধিকারিকেরা। পেট্রাপোল বন্দর থেকে ইয়াকুবকে নিয়ে পেট্রাপোল গ্রামে তার বাড়িতে যান তারা। কয়েক ঘন্টা বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ফের মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রে ফিরে আসেন তারা। রাত পর্যন্ত সেখানেই ইডি তল্লাশি চালিয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই কেন্দ্র থেকে প্রচুর টাকা পেয়েছে ইডি আধিকারিকেরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ইয়াকুবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই সে বাংলাদেশ থেকে বেআইনি পথে মানুষ পারাপারের কাজে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দারা জানতেন, মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের আড়ালে তিনি বেআইনি কাজ করেন। সে কারণেই এদিন হানার পরে তারা বিস্মিত হননি।

বেআইনি মদের রমরমা

প্রথম পাতার পর

পুলিশকে পয়সা দিয়ে রমরমিয়ে চলছে এই ব্যবসা। এলাকার মানুষ এতদিন ভয়ে কিছু বলতে পারত না। এদিন গ্রামের মহিলারা সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদে নামে।

যদিও চাপে পড়ে ব্যবসা আর করবে না বলে মহিলাদের আশ্বস্ত করেছে অভিযুক্ত মানিক। অভিযুক্ত বলে, 'এক বছর ধরে কারবার করছি ছেলে অসুস্থ তাই। বন্ধ করে দেবো।' এ বিষয়ে সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সৌমেন ঘোষ বলেন, ঘটনাটি মহিলারা আমাকে জানিয়েছে। ওকে আগেও পুলিশ মদ বিক্রির জন্য গ্রেফতার করেছিল। পুলিশকে বলবো ব্যবস্থা নিতে।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক হাবড়া শ্রুতিকুঞ্জের বার্ষিক সংগীতানুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১০ নভেম্বর মধ্যাহ্নে শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সংগীতের মধ্য দিয়ে মহা সমারোহে শুরু হয় হাবড়া স্বামীজি পল্লীর সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান শ্রুতি কুঞ্জের বার্ষিক উৎসব (সমারোহ), দেবী সরস্বতীর মূর্তিতে ফুল-মালা অর্পন ও মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন

করেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার স্বানামধন্য শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী ও কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গবেষক অরিন্দম সেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে ছোট্ট রাইকমল ঘোষ, সংগীত পরিবেশন করে শিশু শিল্পী উদিতা দাস, আরাধ্যা কুন্ডু, অনুভব মণ্ডল, দীপিকা গাজী, দৃষ্টি সরকার, মেঘা নন্দী, উপাসনা শীল প্রমুখ। গিটারে শুভ মধু, তবলায় সুরজিৎ দাস, মহাদেব শীল, শিল্পী আদৃতা আরাধ্যা ও সৃজিতার কণ্ঠের সমবেত সংগীত, শুভম মল্লিকের কণ্ঠে নজরুল গীতি, দীপায়ন সরকারের খেয়াল এবং বিশেষ ভবে সক্ষম স্নেহা সরকারের গাওয়া গান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

অপরাহ্নে শ্রুতিকুঞ্জের বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. কঙ্কনা মিত্র (রায় চৌধুরী)। শান্তিকুঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ অরিন্দম বাবুর মাতৃদেবী বাণী অধ্যাপক ড. কঙ্কনা মিত্রকে চন্দনের ফোঁটা, উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন।

সংগীত প্রশিক্ষক অরিন্দম সেন শ্রীমতী মিত্রের হাতে স্মারক উপহার ও মানপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী স্কুল ছাত্র সুদীপ সাহা তাঁর নিজের হাতে আঁকা কঙ্কনা দেবীর প্রতিকৃতি হাতে তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষিকা শিউলি হালদার, শিক্ষক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, সমাজকর্মী দাউদ গাজী এবং ওপার বাংলা থেকে আগত বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও নাট্যকার বিশ্বজিৎ ঘোষ। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিশ্বজিৎ ঘোষ 'কমল রেখা' গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। সংগীত পরিবেশন করেন স্কলার সমীরণ বিশ্বাস, জাগৃতি মণ্ডল সহ অন্যান্য সংগীত শিল্পীগণ। সংস্কৃতিপ্রেমী তৃষা সরকারের সুচারু সঞ্চালনায় শান্তিকুঞ্জ আয়োজিত এদিনের বার্ষিক সমারোহ অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ধৃত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার

প্রথমপাতার পর...

পুলিশ সুপার আরও বলেন, ওই ঘটনায় একটা সাফারি কার, তিনটে দামি মোটর সাইকেল, সোনার গহনা, বিভিন্ন জায়গায় কমপক্ষে ৮০ লক্ষ টাকার ফ্ল্যাট বুক করা হয়েছে, তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আর কারা কারা এদের মধ্যে জড়িত আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বড়সড় ওই জালিয়াতি চক্রে গত ৮ নভেম্বর পুলিশি অভিযানে বাগদা থানার সিন্দ্রানী এলাকা থেকে সুব্রত মণ্ডল, উদয়ন বিশ্বাস, নবীন বিশ্বাস, দেবব্রত মণ্ডল, নিলয় ঘোষ এবং সুজয় রায়কে গ্রেফতার করা হয়। এদের বাড়ি থেকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ১১৬টি এটিএম কার্ড, ১৫৫ টা চেকবই, ৯০ তা সরকারি- বেসরকারি সংস্থার স্ট্যাম্প, ১১ টা মোবাইল ফোন, একটা ল্যাপটপ, একটা ট্যাব এবং তিনটে সিপিইউ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। অভিনব এই জালিয়াতি চক্রে আর কারা জড়িত আছে পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। প্রতারণা চক্রের পাণ্ডাদের গ্রেফতারের ঘটনাকে পুলিশের বড় সাফল্য বলে মনে করছেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এখানে ডিজিট্যাল সিগ্‌নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

শিশু দিবসে পড়ুয়াদের ফুটবল টুর্ণামেন্ট সেকাটি প্রাথমিকে

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৪ নভেম্বর স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর জন্মদিন (জাতীয় শিশু দিবস) মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে গাইঘাটা পূর্বচক্রের সেকাটি এফপি স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বিগত বছরগুলির মতো এবারও শিশুদিবস উপলক্ষে এক আকর্ষনীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। চক্রের ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। এদিন সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও পণ্ডিত নেহেরুর, প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পনের মধ্যদিয়ে আয়োজিত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন গাইঘাটা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রজত রঞ্জন ঘোষ, উপস্থিত ছিলেন সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক ও স্থানীয় ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছন্দা সরকার, পঞ্চায়েত সদস্য চন্দ্রকান্ত দাস, শিক্ষানুরাগী যাদব মণ্ডল প্রমুখ বিশিষ্টজন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ইলা রানী মণ্ডলসহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকাগণ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়গণ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পূর্বের খেলায় দীঘা সুকান্তপল্লী এফ.পি স্কুলকে পরাস্ত করে টুর্নামেন্টের সেরার শিরোপা অর্জন করে ছেকাটি এফপি স্কুল টিম বিদ্যালয়ের ক্রীড়াপ্রেমী বিশিষ্ট শিক্ষক গোলক ভট্টাচার্য জানান, টুর্নামেন্টের বিজয়ী ও বিজিত দলকে উইনার্স ও রানার্স ট্রপি ছাড়াও অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে ট্রপি ও প্রতিটি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়কে স্মারক সম্মান প্রদান করা হয়। মাঠ ভর্তি দর্শক সাধারণ এদিনের ফুটবল খেলা বেশ উপভোগ করেন।

স্বপ্নচরের মায়া নদী জীবনের অন্য ভাষ্য

প্রতিনিধি ঃ গোবরডাঙ্গা স্বপ্নচর নাট্য দল সম্প্রতি সুকুমার রায়ের একটি কবিতাকে আশ্রয় করে নির্মাণ করেছেন তাদের নাট্য "মায়া নদী"। যদিও রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার, উপেন্দ্রকিশোর এর গল্প কবিতা নিয়ে অতীতে তাদের সফল কাজ রয়েছে। 'এলারামের ঘড়ি' 'গন্ধ ভূতের কিসসা' 'টুনটুনিলো' এর মধ্যে অন্যতম মঞ্চ সফল নাটক। তবে কবিতা নিয়ে নাট্য নির্মাণ করার প্রবণতা বাংলা ভাষায় কিঞ্চিত কম হলেও স্বপ্নচর এর পরিচালক নাট্যকার মহম্মদ সেলিম নাট্যনির্মাণে বেছে নিয়েছেন সেই কবিতাকেই।

সুকুমার রায়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি কবিতা 'জীবনের হিসেব'এর আখ্যান হলো এই নাটকের উপপাদ্য বিষয়। যেখানে নদী আছে। আর আছে সেই নদীর ওপরে ভেসে থাকা কিছু মায়াবী জীবন জিজ্ঞাসা। নৌকার মূর্খ মাঝি আর এক প্রমোদবিলাসী বাবুমশাইয়ের ছোট ছোট কথা সূত্রকে আশ্রয় করে, নাটকের কাহিনী ভাসতে থাকে মঞ্চে।

সখের প্রমোদতরী চালায় যে হতদরিদ্র মাঝি, তার শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ফুটে ওঠে, নাগরিক সভ্যতায়-শিক্ষিত বাবুটির কণ্ঠে। চাঁদ তারা সূর্যের উদয় অস্ত, কিংবা সাগর নদীর জোয়ার ভাটার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জানে না এই দরিদ্র অশিক্ষিত মাঝি। ফলে বাবুর প্রশ্ন বাণে লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না তার। সেই সুযোগে কাগুজে শিক্ষিত বাবুমশাই মাঝির গোটা জীবনটাকেই যেন মেতে ফেলেন অনায়াসে। চার আনা, আট আনা, বারো আনা, এমনি করে মাঝির জীবনের ব্যর্থতার ফিরিস্তি অংক করে দেখাতে থাকেন বাবু। কিন্তু নিয়তির আহ্বানে হঠাৎ ওঠা ঝড়ে যখন নৌকা টলোমলো, তখন সাঁতার না জানা বাবুকে মাঝি তার যোগ্য জবাবটা জানিয়ে দেয় সাঁতার না কাটতে পারলে ডুবন্ত জীবনের ষোল আনাই আসলে বৃথা। জীবন নদীতে কাগজে শিক্ষার অহংকার সর্বদা কোনো কাজেই লাগে না। তখন জীবনের অংক ভুল হয়ে যায়। এই কাহিনীর সরলতাকে গানে কবিতায় সংলাপে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বপ্নচরের অভিনেতারা। বাবু চরিত্রে অভিজিৎ দাস ও বৃদ্ধ মাঝির ভূমিকায় আশীষ কুমার ঘোষ যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। গল্পের প্রয়োজনে নৌকায় আরো একদল মানুষকে এনে ফেলেছেন নাট্যকার। কথকের ভূমিকায় এই গায়েন ও বায়েনরা গল্পটাকে অপরূপ গতিময়তা দান করেছেন। কথক গায়েন বাজনদার হয়ে মহম্মদ সেলিম, সৌরভ বিশ্বাস, প্রত্যুষ কর, সৌমি সিনহা, আমির হোসেন, প্রিয়া রায়, সুদীপ্তা দাস এদের সমবেত অভিনয় দর্শকদেরকে বিনোদিত করেছে নিখুঁতভাবে। নাটকের আলোয় বরুণকর অত্যন্ত সুনিপুণ। পোশাক ও নৃত্য পরিকল্পনায় সুদীপ্তা দাস পরিপাটি। নাটকে ব্যবহৃত সেলিমের লেখা গানগুলিও দোলা তোলে মনের মায়া নদীতে। ইতিমধ্যেই নাটকটির একাধিক সফল অভিনয় হয়ে গিয়েছে। জীবনের হিসেব কবিতার দার্শনিক অংকটা বেশ দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চে এঁকেছেন নাট্যকার ও পরিচালক মহম্মদ সেলিম।

গাইঘাটায় অস্ত্রসহ ধৃত দুষ্কৃতী

প্রতিনিধি : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল গাইঘাটা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম জসিম সরদার।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার বেশ কিছু এলাকায় নাকা চেকিং করছিল পুলিশ। ওই সময় সন্দেহভাজন যুবককে আটক করেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। এরপর তল্লাশি চালাতেই ধৃতের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি পিস্তল। এরপরই ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে গাইঘাটা থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি স্বরূপনগর থানা এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতীমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে বলে জানায় পুলিশ। রবিবার ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

গুলিতে জখম ব্যবসায়ী, আতঙ্কিত বাসিন্দারা

প্রতিনিধি : সাত সকালে বনগাঁ থানা এলাকার রেল লাইনের পাশে এক মাছ ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করার চেষ্টা করল দুষ্কৃতীরা। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার কালুপুর পাঁচপোতা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, গুলিতে জখম হয়েছেন অসিত অধিকারী নামে বছর পঞ্চান্নর এক ব্যক্তি। তাকে প্রথমে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার পিঠে গুলি লেগেছে। অসিতের স্ত্রী উন্নতি দেবী বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশের অনুমান, পুরনো শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

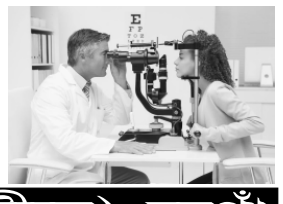

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**